বেচাকেনার সতর্কতা

23-NOVEMBER-2023

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(for Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, স্মরণে আসা মাত্রই ই'তিকাফের নিয়ত করে নেবেন , ফলে যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবেন, ই'তিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। মনে রাখবেন, মসজিদে পানাহার করা, ঘুমানো, সাহরী বা ইফতার করা, এমনকি আবে যমযম পান করা অথবা দম করা পানি পান করাও জায়িয নেই। তবে ই'তিকাফের নিয়ত থাকলে এসব কিছু সাময়িকভাবে জায়িয হয়ে যাবে। ই'তিকাফের নিয়ত যেন শুধুমাত্র পানাহার করা বা ঘুমানোর জন্য না হয়, বরং এর উদ্দেশ্য যেন **আল্লাহ**র সন্তুষ্টি হয়। "ফাতাওয়া শামী"তে উল্লেখ রয়েছে - যদি কেউ মসজিদে পানাহার করতে বা ঘুমাতে চায়, তবে তাকে ই'তিকাফের নিয়ত করে নিতে হবে, কিছুক্ষণ **আল্লাহ**র যিকির করবে, তারপর যা খুশি করবে (অর্থাৎ সে চাইলে পানাহার করতে বা ঘুমাতে পারবে)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِيْنَ

www.dawateislami.net

يُمْسِي عَشْرًا اَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَة رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হযরত আবু দারদা থেকে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যা আমার উপর দশবার করে দরুদ শরীফ পাঠ করলো, কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফায়াত নসীব হবে।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুন নাওয়াফিল, পৃষ্ঠা ২২৩, হাদীস ১৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

হাদীস শরীফে এসেছে- اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ অর্থাৎ আমল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। (বুখারী, কিতাব : বাদউল ওয়াহী, পৃষ্ঠা ৬৫, হাদীস ১)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামি' সগীর, পৃষ্ঠা ৮১, হাদীস ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল, প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কারণ ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন, যেমন; নিয়্যত করুন, ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পতিত একটি খেজুর খাওয়ার শাস্তি

অনেক বড় ও প্রসিদ্ধ একজন **আল্লাহ**র ওয়ালী ছিলেন হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ। তিনি তাঁর জীবনের বড় একটি অংশ সফরে কাটিয়েছেন। তিনি বলেন, একবার আমি বায়তুল মুক্বাদ্দাসে (অর্থাৎ মসজিদে আকসায়) রাত কাটালাম। আমি দেখলাম রাতের কোনো এক প্রহরে সেখানে দু'জন ফেরেশতা এলো। তাঁদের মধ্যে এক ফেরেশতা অপরজনকে বললো, এই মানুষটি কে? অপরজন বললো, ইনি ইবরাহীম বিন আদহাম। প্রথম ফেরেশতা বললো,সেই ইবরাহীম বিন আদহাম! তাঁকে তো এখন তাঁর মর্যাদা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অপর ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করলো, কি কারণে? প্রথম ফেরেশতা বললো, ইবরাহীম বিন আদহাম বসরায় ছিলেন। একবার তিনি এক দোকান থেকে খেজুর কিনলেন। যখন তিনি খেজুর নিয়ে যেতে লাগলেন তখন দেখলেন একটি খেজুর নিচে পড়ে আছে। তিনি ভাবলেন যে, এটা হয়তো আমার খেজুর পড়ে গেছে। অতএব তিনি সেই খেজুর তুলে খেয়ে ফেললেন। যেহেতু খেজুরটি তাঁর নয় বরং দোকানদারের ছিলো আর তিনি অন্যের খেজুর খেয়ে ফেলেছিলেন, তাই **আল্লাহ পাক** তাঁর মর্যাদা থেকে তাঁকে অপসারণ করে দিয়েছেন।

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, আমি ফেরেশতাদের এই কথাবার্তা শোনামাত্রই বসরা পৌঁছলাম। সেই দোকানদারকে তার খেজুর ফিরিয়ে দিলাম এবং ফিরে এলাম। রাত হলে আবারো আমি দু'জন ফেরেশতা দেখলাম; তাঁরা পরস্পর কথা বলছিলো। তাদের একজন অপরজনকে বললো, এই হলেন সেই ইবরাহীম বিন

আদহাম, যিনি খেজুরের মালিককে খেজুর ফিরিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং **আল্লাহ পাক** আবারো তাঁকে তাঁর পূর্বের মর্যাদা দান করেছেন।

(তাফসীরে রুহুল বায়ান, পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, ১৭৯ নং আয়াতের পাদটিকা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩৬)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আউলিয়া কিরামের উপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আউলিয়ায়ে কিরামের কতইনা অনন্য শান! এই মহান মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিগণ গুনাহ থেকে মা'সূম (নিষ্পাপ) নন তবে মাহফূয (সুরক্ষিত) থাকেন। মা'সূম শুধুমাত্র সম্মানিত নবীগণ এবং ফেরেশতাগণ। আউলিয়া কিরাম মা'সূম নন। তাঁদের থেকে গুনাহ প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু **আল্লাহ**র তাঁর প্রিয় বান্দাদের উপর বিশেষ অনুগ্রহ করেন, তাঁদের দ্বারা যদি জানা অজানায় কোনো ভুল হয়ে যায় তবে তাঁদেরকে তাঁদের ভুল সম্পর্কে অবহিত করে দেওয়া হয় এবং তাঁরা অতি দ্রুত তাওবা করে গুনাহের পঙ্কিলতা থেকে নিজেদের পরিষ্কার করে ফেলেন।

আল্লাহ পাক পারা ৯। সূরা আ'রাফের ২০১ নং আয়াতে ইরশাদ করেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ﴿۲۰۱﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয়ই ওই সব লোক, যারা তাক্বওয়ার অধিকারী হয়, যখনই তাদেরকে কোনো শয়তানী খেয়ালের ছোঁয়া স্পর্শ করে, তখন তারা সাবধান হয়ে যায়; তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীরে কুরআন, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈ'মী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের ব্যখায় বলেন, মুমিন মুত্তাকীর প্রকৃতি শয়তানি কুমন্ত্রণা ও ইবলিশি চিন্তাভাবনা গ্রহণ করে না। যদি কখনো মুমিন এই বিষয়গুলোর (যেমন- শয়তানি কুমন্ত্রণা, ইবলিশি চিন্তাভাবনা, জানা অজানায় কোনো ভুল ইত্যাদি) সম্মুখীন হয় তবে **আল্লাহ পাকে**র পক্ষ থেকে তাঁকে সেই ভুল মনে করিয়ে দেওয়া হয়, এভাবে তাঁরা এই পঙ্কিলতা থেকে নিজেকে পরিষ্কার করে নেন। মুফতী সাহেব আরো বলেন, মুমিন মুত্তাকীরা ফেরেশতাদের দলভুক্ত, কারণ তাঁদের প্রকৃতি ও ফেরেশতাদের প্রকৃতি একই। এই বুযুর্গগণ 'বাশার সূরাত ও মালাক সীরাতের' অধিকারী হন (অর্থাৎ দেখতে মানুষ আর স্বভাব-চরিত্র ফেরেশতার)।

(তাফসীরে নাঈ'মী, পারা ৯, সূরা আ'রাফ, ২০১-২০২ নং আয়াতের পাদটিকা)

আল্লাহ পাক আমাদেরও আউলিয়া কিরামের ফয়যান নসীব করুন। আহ! আমাদেরও যেনো তাকওয়ার দৌলত নসীব হয়ে যায়, আমরাও যেনো গুনাহ পরিত্যাগ করি এবং নেকীপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করতে সক্ষম হই। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কেনাবেচায় সতর্কতা অবলম্বন করুন

হে আশিকানে রাসূল, আমরা হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র ঈমান উদ্দীপক এবং শিক্ষণীয় ঘটনা শুনলাম। এ থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামে কেনাবেচার অনেক গুরুত্ব রয়েছে। ভাবুন তো হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বিলায়তের উচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এমন মর্যাদার কারণে তাঁকে সুলতান ইবরাহীমও বলা হয়। এমন মহান ওয়ালীয়ে কামিলের কেনাবেচার সময় অজ্ঞাতসারে কেবল একটি ভুল হয়েছে। মাটিতে পড়ে থাকা খেজুর তাঁর নয়, দোকানদারের ছিলো কিন্তু তিনি নিজের মনে করে তুলে নিয়েছিলেন। এই একটি খেজুরের কারণে তাঁর মর্যাদা কমে গেলো।

আহ! আজকাল আমাদের এখানকার অবস্থা তো পুরোটাই বেহাল * মানুষ বিনা অনুমতিতে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করে * গ্রাহক বিক্রেতাকে আর বিক্রেতা গ্রাহককে ধোঁকা দেয় * কখনো নোটের বান্ডিলে জাল নোট লুকিয়ে বিক্রেতাকে গছিয়ে দেয় * বিক্রেতার পণ্য অন্যায়ভাবে নিয়ে চলে যায় * সবজি ও ফলের স্তুপ থেকে কিছু না কিছু নিয়ে নিজের ব্যাগে লুকিয়ে ফেলে। অপরের সেন্ডেল অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা, বা নিজের সেন্ডেলের সাথে অন্য কারো সেন্ডেল বদলে নেওয়াকে হয়তো অনেকেই খারাপ মনে করে না, কিন্তু আসলে এটি খুবই দুঃখের বিষয়। দৈনন্দিন জীবনে এমন পরিস্থিতি দেখা দেয় যেখানে শরীয়তের অনুমতি ব্যতিরেকে অন্যের জিনিস ব্যবহার করাকে দোষের মনে করা হয় না। অনেক সময় এক দোকানদার অপর দোকানদারের জিনিস লুকিয়ে ব্যবহার করে আর অপরজন বুঝতেও পারে না। এমন অসচেতন ব্যক্তিদের বোঝা

উচিৎ, শিক্ষা নেয়া উচিৎ। দেখতে ছোট জিনিসও যদি বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করা হয় এবং কিয়ামতের দিন এর জন্য পাকড়াও করা হয় তবে কী অবস্থা হবে?

দাঁত পরিষ্কারের শাস্তি

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী বুযুর্গ হুযরত ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, বনি ইসরাঈলের এক লোক তার পূর্ববতী সকল গুনাহ থেকে তাওবা করলো। ৭০ বছর পর্যন্ত এমনভাবে ইবাদত করতে রইলো যে দিনে রোযা রাখতো আর রাত জেগে ইবাদত করতো। কোনো উন্নতমানের খাবার খেতো না, কোনো ছায়ার নিচে আরাম করতো না। যখন এই ইবাদতগুজারের ইন্তিকাল হলো তখন কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো, مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? উত্তর দিলেন, **আল্লাহ পাক** আমার হিসাব নিলেন, তারপর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন। কিন্তু আমি মালিকের অনুমতি ছাড়া একটি কাঠের টুকরো দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করেছিলাম, তা ক্ষমা করিয়ে নিতে পারি নি। একারণে এখনো পর্যন্ত জান্নাতে যাওয়া আটকে আছে। **(তাম্বীহুল গাফিলীন, পৃষ্ঠা ৪৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামে কেনাবেচার গুরুত্ব

হে আশিকানে রাসূল, ইসলামে কেনাবেচার গুরুত্ব অনেক। নিঃসন্দেহে, কেনাবেচায় সতর্কতা অবলম্বন না করার ফলে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা অর্থাৎ নিজের পেট হারাম দ্বারা পূর্ণ করার কারণ হতে পারে। তাই সতর্কতা অবলম্বন করে, পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে

কেনাবেচা করা খুবই জরুরি। এই বিষয়টির গুরুত্ব এভাবে করা যায় যে- আমাদের শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো আমাদের অন্তর। **আল্লাহ**র **সর্বশেষ নবী, রাসূলে হাশেমী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, اَلَا وَاِنَّ فِی الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَ اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَهِیَ الْقَلْبُ জেনে রেখো, নিশ্চয়ই শরীরে একটি রক্তপিণ্ড রয়েছে। যখন তা ঠিক থাকে তখন সম্পূর্ণ শরীর ঠিক থাকে। যখন সেই রক্তপিণ্ড খারাপ হয়ে যায় তখন সম্পূর্ণ শরীর খারাপ হয়ে যায়। জেনে রেখো, সেই রক্তপিণ্ড হলো অন্তর।

(বুখারী, কিতাবুল ঈমান, পৃষ্ঠা ৮৪, হাদীস ৫২)

জানা গেলো, আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো আমাদের অন্তর। অন্তর শুধরে গেলে পুরো মানুষই শুধরে যায় আর অন্তর বিগড়ে গেলে পুরো মানুষই বিগড়ে যায়। অন্তরের এই আয়নাকে ঝকঝকে করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো হালাল রিযিক।

অন্তরে উজ্জ্বলতা আনার মৌলিক উপাদান

হযরত উ'মর বিন সালিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, একবার আমি হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র কাছে উপস্থিত হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, হে ইমাম, **আল্লাহ পাক** আপনার উপর দয়া করুন। অন্তর কীভাবে নরম হয়? এই প্রশ্ন শুনে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাথা মুবারক নত করলেন। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে বললেন, বাবা, হালাল সম্পদ (অন্তরকে নরম করে)।

হযরত উ'মর বিন সালিহ বলেন, প্রশ্নের উত্তর শুনে আমি ফিরে এলাম। পথে হযরত বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র সাথে সাক্ষাত হলো। তাঁকে

www.dawateislami.net

জিজ্ঞাসা করলাম, জনাব, অন্তর কিভাবে নরম হয়? বললেন, **আল্লাহ**র যিকিরের মাধ্যমে। আরয করলাম, আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র কাছে গিয়েছিলাম- এতটুকু শুনেই হযরত বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুশি হয়ে বললেন, বাহ! (খুব ভালো)। তিনি তোমাকে কী বললেন? আরয করলাম, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বললেন, হালাল খাওয়াতে অন্তর নরম হয়। বললেন, ইমাম আসলে মূল বিষয়টি বলেছেন (অর্থাৎ মূল কথা হলো অন্তর হালাল রিযিকের মাধ্যমে নরম হয়)। হযরত উ'মর বিন সালিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, তারপর হযরত আব্দুল ওয়াহহাব ওয়াররাক্ব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র সাথে সাক্ষাত হলো। তাঁকেও একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম, তিনিও বললেন, **আল্লাহ**র যিকিরের মাধমে অন্তর নরম হয়। আরয করলাম, আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র কাছে গিয়েছিলাম- এতটুকু শুনেই তাঁর চেহারায় খুশি ভেসে উঠলো। বললেন, ইমাম আহমদ তোমাকে কী উত্তর দিলেন? আরয করলাম, ইমাম বললেন, অন্তরের নম্রতা রয়েছে হালাল রিযিকে। হযরত আব্দুল ওয়াহহাব ওয়াররাক্ব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِও একই কথা বললেন, ইমাম সাহেব আসলে মূল বিষয়টিই বলেছেন (প্রকৃতপক্ষে, হালাল খাবার ব্যতীত অন্তর কখনোই পরিছন্ন হতে পারে না। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/১৯৩, সংখ্যা ১৩৬৬৩)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, ভেবে দেখুন ৩ জন আউলিয়া কিরামের সাক্ষ্য হলো- অন্তরের নম্রতা এবং পরিছন্নতার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো হালাল খাবার। এ থেকে অনুমান করুন, কেনাবেচায় সতর্কতা অবলম্বন করা, খুব বিশ্বস্ততার সাথে কেনাবেচা করা কত গুরুত্বপূর্ণ ! যদি আমরা পণ্য কিনতে বা বিক্রি করতে সতর্কতা অবলম্বন না করি এবং

আল্লাহ না করুন অপরের জিনিস অন্যায়ভাবে আমাদের কাছে থাকলে তবে (জেনে রাখুন,) এই দেখতে ছোট মনে হওয়া অপরাধ আপনার অন্তরকে উজাড় করে দেবে। তাই কেনাবেচায় সতর্ক হওয়া খুবই জরুরি।

যুহদ (দুনিয়াবর্জন) সম্পর্কিত অনন্য কিতাব

ইমামে আযম, ইমাম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র অত্যন্ত যোগ্য শিষ্য ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে একবার অনুরোধ করা হলো- জনাব, আপনি দুনিয়াবর্জন সম্পর্কিত একটি কিতাব লিখে দিন। তিনি বললেন, আমি তো এই বিষয়ে কিতাব আগেই লিখে ফেলেছি। জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন কিতাব? বললেন, কিতাবুল বিয়ূউ' অর্থাৎ আমার ঐ কিতাব, যাতে কেনাবেচার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

(আল মাবসূত্ব লিল সারখাসী, কিতাবুল বুয়ূউ', অংশ ১২, ৬/১২৮)

অর্থাৎ যে কেনাবেচার বিধান জানে না, সে হারাম থেকে বাঁচতে পারবে না। যে হারাম থেকে বাঁচতে পারবে না, সে যাহিদ (দুনিয়াবর্জনকারী) কীভাবে হবে? জানা গেলো, প্রকৃত যাহিদ, দুনিয়া অনাসক্ত, দুনিয়ার ভালবাসা বর্জনকারী, মুত্তাকী, পরহেযগার - হলো সেই, যে কেনাবেচায় শরঈ' বিধান পালন করতে সক্ষম। প্রকৃতপক্ষে বাজার হলো এমন স্থান যেখানে দুনিয়া ও ধন-সম্পদের ভালবাসা পরিলক্ষিত হয়। পাহাড় ও গুহায় একাকী ইবাদত করা তুলনামুলক সহজ কিন্তু বাজারে - যেখানে শয়তান তার পুরো বাহিনী নিয়ে আক্রমন করে, নফসে আম্মারা উত্যক্ত করে, ধন ও সম্পদের ভালবাসা শক্তিশালী হয়, সেখানে নফস ও শয়তানের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থেকে পরিপূর্ণ সততা এবং শরঈ' আহকাম প্রতিপালন খুবই কঠিন। অতএব, আসল যাহিদ

(দুনিয়াবর্জনকারী), দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হলো সেই, যে দুনিয়া থেকে নিজের অন্তরকে দুনিয়া থেকে সরক্ষত রাখে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমাদের কর্তব্য হলো ভালো এবং খাঁটি ব্যবসায়ী হওয়া এবং প্রকৃত গ্রাহক হওয়া। আসুন, হালাল ব্যবসা করা সৌভাগ্যবান ব্যবসায়ীর ফযীলত সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস শুনি -

(১) আমানতদার ব্যবসায়ী আম্বিয়া কিরামের সাথে থাকবে

আল্লাহর সর্বশেষ নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ ، وَالصِّدِّيْقِيْنَ، وَ الشُّهَدَاءِ সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন সম্মানিত নবীগণ, সিদ্দিক্বগণ এবং শহীদগণের সাথে থাকবেবে। **(তিরমিযী, কিতাবুল বুয়ূউ', পৃষ্ঠা ৩১৬, হাদীস ১২০৯)**

(২) দুনিয়ার সম্পদ হালাল উপায়ে উপার্জনকারীর ফযীলত

তিরমিযী শরীফের হাদীসে রয়েছে - **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, اِنَّ التُّجَّارَ يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا اِلَّا مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সকল ব্যবসায়ীকে বদকার হিসেবে তোলা হবে কিন্তু - যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে, নেকী ও কল্যাণ করে এবং সত্য বলে- তারা ব্যতীত। **(তিরমিযী, কিতাবুল বুয়ূউ', পৃষ্ঠা ৩১৬, হাদীস ১২১০)**

প্রসিদ্ধ মুফসসীরে কুরআন, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈ'মী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, তাক্বওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিশেষত কবীরা গুনাহ আর সাধারণত সগীরা গুনাহের অভ্যাস থেকে বেঁচে থাকা। নেকী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- ব্যবসাকে প্রতারণা,

www.dawateislami.net

খেয়ানত থেকে বাঁচিয়ে রাখা। সত্য বলা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পণ্যের ব্যাপারে সত্য বলা যদি ত্রুটিযুক্ত হয় তবে ত্রুটিহীন প্রমাণ করার চেষ্টা না করা। অর্থাৎ কিয়ামতে সকল ব্যবসায়ী ফাজির ও ফাসিক (অর্থাৎ গুনাহগার) হবে। শুধুমাত্র তারা ব্যতীত, যাদের মধ্যে এই ৩টি বৈশিষ্ট্য থাকবে- তাক্বওয়া, কল্যাণ, সততা। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৪/২৪৫)**

(৩) কেনাবেচায় নম্রতার ফযীলত

হযরত জাবির رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **আল্লাহ**র **সর্বশেষ নবী, রাসূলে হাশেমী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا سَمْحًا اِذَا بَاعَ، وَاِذَا اشْتَرَى، وَاِذَا اقْتَضَى। **আল্লাহ পাক** ঐ ব্যক্তির প্রতি রহমত করুন, যখন সে বিক্রি করে, ক্রয় করে এবং দাবি করে, তখন নম্র হয়।

(বুখারী, কিতাবুল বুয়ূউ', পৃষ্ঠা ৫৪১, হাদীস ২০৭৬)

বিক্রির সময় নম্র হওয়ার অর্থ হলো গ্রাহককে কম বা খারাপ জিনিস দেওয়ার চেষ্টা না করা। ক্রয়ের সময় নম্র হওয়ার অর্থ হলো যথাযথ মূল্য নির্ধারণ করা ও ভালোভাবে পরিশোধ করা, ব্যবসায়ী (যেমন- দোকানদার) বিরক্ত না করা। দাবির ব্যাপারে নম্র হওয়ার অর্থ হলো যখন সে কারো কাছে টাকা পায় তখন নম্রতার সাথে চাওয়া এবং অপারগ ঋণগ্রস্তকে সময় দেওয়া, তার প্রতি সংকীর্ণতা না দেখানো। যার মাঝে এই ৩টি গুণ একত্রিত হবে, সে **আল্লাহ**র মকবুল বান্দা। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৪/২৪২)**

নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম আমল

ইমাম গাযযালী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ইহইয়াউল উলুমে বলেন, ব্যবসায় সত্য পথে চলা, নিয়মিত নফল ইবাদত করার চাইতে বেশি কঠিন। তাই এক

www.dawateislami.net

বুযুর্গ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, اَلتَّاجِرُ الصَّدُوۡقُ اَفۡضَلُ عِنۡدَ اللّٰهِ مِنَ الۡمُتَعَبِّدِ অর্থাৎ সৎ ব্যবসায়ী **আল্লাহ পাকের** কাছে ইবাদতগুজারের চেয়ে উত্তম।

(ইহইয়াউল উ'লূম, আদাবুল কাসব ওয়াল মাআ'শ, ২/৯৫)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে কেনাবেচার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা, সততা অবলম্বন করার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কেনাবেচার বিধান শিখুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, ব্যবসা বা কেনাবেচা একটি কঠিন বিষয়। এর অনেক সুক্ষ্ম আহকাম ও মাসআলা রয়েছে। আসলে এই সংক্ষিপ্ত বয়ানে এই সব আহকাম ও মাসআলা বর্ণনা করা যাবে না। যাইহোক, ব্যবসায়ীর জন্য ব্যবসার এবং ক্রেতার জন্য ক্রয়ের আবশ্যকীয় বিধান শেখা ফরয। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه * দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত নামে একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে। যাতে অন্যান্য অসংখ্য দ্বীনী জ্ঞানের পাশাপাশি সম্পূর্ণ ব্যবসা বিষয়ক কোর্সও আলাদাভাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া কেনাবেচা সম্পর্কিত বিভিন্ন ফাতাওয়াও এতে বিদ্যমান রয়েছে। এই অ্যাপ্লিকেশন আপনার স্মার্টফোনে ইনস্টল করে নিন। * এছাড়াও মাদানী চ্যানেলে 'আহকামে তিজারত' নামে সাপ্তাহিক একটি প্রোগ্রাম প্রচারিত হয়। এই প্রোগ্রাম দেখুন, اِنۡ شَآءَ الله কেনাবেচা এবং আধুনিক মার্কেটিংয়ের ব্যাপারে অনেক উপকারী তথ্য জানতে পারবেন। * বাহারে শরীয়ত, ২য় খণ্ড, ১১তম পরিচ্ছদ থেকে কেনাবেচার বর্ণনা পড়ে ফেলুন। এর মাধ্যমেও কেনাবেচা সম্পর্কিত অসংখ্য আহকাম ও মাসআলা শেখা যাবে। * ৬২ পৃষ্ঠা সম্বলিত খুবই সুন্দর একটি পুস্তিকা 'ব্যবসায়ীদের জন্য প্রয়োজনীয়

www.dawateislami.net

বিষয়’ মাকতাবাতুল মদীনা থেকে কিনে নিন। আরেকটি পরামর্শ হলো দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের নাম্বার নিজের কাছে অবশ্যই সেভ করে রাখুন। যখনই কোনো মাসআলার সম্মুখীন হলে বা কোনো বিশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে শরঈ’ নির্দেশনার প্রয়োজন হলে, কল করে সম্মানি মুফতীগণ থেকে নির্দেশনা নিন। এর ফলে اِنْ شَآءَ الله অসংখ্য গুনাহ থেকে বেঁচে যাবেন আর ইলমে দ্বীনের অনেক বড় ভান্ডার অর্জিত হবে।

জাল নোট দেবেন না

একইভাবে গ্রাহক বা ক্রেতারও উচিৎ যে, জাল বা ছেড়া-ফাটা নোট প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে চালানো থেকে বিরত থাকা। অসংখ্য লোক আপন মুসলমান ভাইদের সাথে প্রতারণার আশ্রয় নেয় * কখনো নোটের বান্ডিলে গোপনে জাল নোট ঢুকিয়ে দেয় * কোনো ছেড়া, পুরোনো এবং চলার অনুপযুক্ত নোট নতুন নোটের ভেতর রেখে প্রতারণা করে দোকানদারকে দিয়ে, সেই বেচারার ক্ষতি করে। এভাবে নিজের মুসলমান ভাইদের সাথে প্রতারণা করা অনেক বড় গুনাহ।

চুরির চাইতে বেশি মন্দ গুনাহ

ইহইয়াউল উলুমে রয়েছে- অপ্রচলিত টাকা প্রচলন করা একটি সর্বব্যাপী জুলুম। এর বড় ক্ষতি হলো- এটা গুনাহে জারিয়া হতে পারে। যেমন- এক ব্যক্তি কারো সাথে প্রতারণা করে একটা জাল নোট দিলো। এবার সে অন্যের কাছে এটা চালিয়ে দেবে। তৃতীয়জন চতুর্থজনকে, চতুর্থজন, পঞ্চমজনকে এভাবে প্রতারণা চলতে থাকবে। এভাবে সবাই গুনাহগার হবে এবং সবার গুনাহ ঐ প্রথমজনেরও হবে। কারণ সেই এই কুকর্মের দরজা খুলেছে। **(ইহইয়াউল উ’লূম, আদাবুল কাসব ওয়াল মাআ’শ, ২/৯৪)**

এক বুযুর্গ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, একটি জাল নোট প্রতারণার মাধ্যমে চালিয়ে দেওয়া, রূপার ১০০ পয়সা চুরি করার চেয়েও মন্দ। কারণ চুরিতে একটা গুনাহ হয়। যখনই চোর চুরি করে, গুনাহ সেখানে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু জাল নোট প্রতারণার মাধ্যমে চালানো হচ্ছে মন্দ বিদআত, মন্দ পদ্ধতি, যা বান্দা দ্বীনে প্রচলন করে (হতে পারে সে যাকে জাল নোট দিচ্ছে সে অন্য কোথাও চালাবে। সেও অন্য কোথাও চালাবে। এভাবে এই বিষয়টি চলমান থাকবে আর এই একটি গুনাহ গুনাহে জারিয়াতে পরিণত হবে)। **(ইহইয়াউল উ'লূম, আদাবুল কাসব ওয়াল মাআ'শ, ২/৯৪)**

হে আশিকানে রাসূল, আল্লাহ পাক আমাদেরকে গুনাহের বিপদ ও ভয়াবহতা থেকে নিরাপদে রাখুন। ভাবুন তো, কেমন দুর্ভাগ্যজনক বিষয়। একটু কল্পনা করুন, যে সবার প্রথমে প্রতারণা করে জাল নোট দিয়েছিলো- এমনও তো হতে পারে যে, সে মরে গেছে কিন্তু তার দেওয়া জাল নোট মার্কেটে ঘুরছে। যদি এমন হয় তবে, তার কবরেও গুনাহ পৌঁছতে থাকবে। আহ! কত বড় দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি, যে কবরে শুয়ে আছে কিন্তু তার গুনাহের মিটার এখনো চালু আছে।

কল্যাণকামী হোন

হে আশিকানে রাসূল, এটি একটি খুবই সুন্দর মাদানী ফুল। যদি আমরা সবাই এই মাদানী ফুলকে নিজের জীবনে আমলীভাবে প্রয়োগ করতে পারি তবে কেনাবেচা সংক্রান্ত গুনাহের পাশাপাশি আরো বহু গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবো। সেই মাদানী ফুলটি হলো- **আল্লাহর প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, রাসূলে হাশেমী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, لَا يُؤۡمِنُ اَحَدُكُمۡ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيۡهِ مَا يُحِبُّ لِنَفۡسِهٖ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ

www.dawateislami.net

মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের ভাইয়ের জন্য ঐ বস্তু পছন্দ করবে না, যা নিজের জন্য পছন্দ করো। **(বুখারী, কিতাবুল ঈমান, পৃষ্ঠা ৭৪, হাদীস ১৩)**

এমন কাজ বা বিষয় যা আমরা নিজের জন্য পছন্দ করি না, তা অন্যের জন্যও পছন্দ করবো না আর এমন কাজ বা বিষয় যা আমরা নিজের জন্য পছন্দ করি, তা অন্যের জন্যও পছন্দ করবো। বিশ্বাস করুন, আমাদের নিজেদের, আমাদের সমাজের উন্নতির জন্য এই হচ্ছে সেই গোপন ফর্মুলা- যদি আমরা তা গ্রহণ করতে পারি তবে আমাদের সমাজ অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই উন্নতির শিখরে পৌঁছে যাবে। আপনারা সম্মানিত সাহাবীগণ, তাবেঈ'ন এবং তাবএ' তাবেঈ'নের সেই পবিত্র যুগের ইতিহাস পড়ে দেখুন। তখন মুসলমানরা সফল ছিলো, উন্নত ছিলো। কেন? এই কারণেই যে, তারা একে অপরের কল্যাণকামী ছিলেন, একে অপরের মঙ্গল প্রার্থী ছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে সবাই উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছিলেন। যখন থেকেই আমাদের অন্তরে ঘৃণা, অনৈক্য, ধন সম্পদের ভালবাসা এসেছে, আমরা দিন দিন অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছি। **আল্লাহ**র ওয়াস্তে, নিজের অবস্থার দিকে খেয়াল করুন এবং হাদীসে বর্ণিত এই মহান মাদানী ফুল বাস্তবে নিজের জীবনে প্রয়োগ করুন- পরিপূর্ণ মুসলমান হলো সেই, যে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তা অপরের জন্যও পছন্দ করে।

বিক্রি না হওয়ার আজব কারণ

হযরত সিররী সাক্বত্বী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক বড় কামিল ওয়ালী ছিলেন। তিনি ব্যবসা করতেন। একবার বিক্রি করার জন্য ৬০ দিনারের (স্বর্ণমুদ্রা) বাদাম কিনলেন এবং নিজের ডায়েরিতে লিখে রাখলেন - এই বাদাম ৬৩

দিনারে বিক্রি করবো। কিছুদিন পর বাদামের দাম বেড়ে গেলো। ৬০ দিনার দিয়ে কেনা বাদামের দাম ৯০ দিনারে ঠেকলো। একদিন তাঁর কাছে এক এসে জানালো, সে বাদাম কিনবে। বললেন, নাও। লোকটি জিজ্ঞাসা করলো, দাম কতো? বললেন, ৬৩ দিনার। ক্রেতাও ছিলো নেককার। সে বললো, এই বাদামের দাম তো বাজারে ৯০ দিনার। হযরত সিররী সাক্বত্বী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন, আমি নিজের সাথে ওয়াদা করেছি এই বাদামে ৩ দিনার মুনাফা করবো। সুতরাং বাজারে দাম যতই হোক, আমি ৬০ দিনারে কিনেছি, এখন ৬৩ দিনারেই বিক্রি করবো।

এবার ক্রেতা বললো, আমি তো ৯০ দিনার দিয়ে কিনবো। হযরত সিররী সাক্বত্বী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন, আমি তো ৬৩ দিনারেই বিক্রি করবো। উভয়ে একে অপরের এতই কল্যাণকামী ছিলেন যে, তাঁদের উভয়ের মাঝে কোনো সওদাই হল না। ক্রেতার চাওয়া বিক্রেতার লাভ হোক আর বিক্রেতার চাওয়া ক্রেতার মঙ্গল হোক। ব্যস, এই বিতর্কে পড়ে ক্রেতারও বাদাম কেনা হলো না আর হযরত সিররী সাক্বত্বী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ‘রও বাদাম বিক্রি করা হলো না। অবশেষে ক্রেতা খালি হাতেই ফিরে গেলো।

(ইহইয়াউল উ'লূম, কিতাব: আদাবুল কাসব, ২/১০২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, একেই বলে পরস্পরের কল্যাণ কামনা! আমরা কি এমনটা করি? আমাদের এখানো তো ক্রেতা এবং বিক্রেতার ঝগড়ার বিষয়ও অন্য রকম। ক্রেতা চায় আমি ৫০ টাকার জিনিস ১০ টাকায় কিনবো আর বিক্রেতা চায় আমি ৫০ টাকার জিনিস ১০০ টাকায় বিক্রি করবো। একদিকে ক্রেতা বিক্রেতার মঙ্গল চায় না আর অন্যদিকে বিক্রেতাও ক্রেতার ভালো চায় না। তারপর এর ফলে কী হয়? প্রতারণা,

ওজনে কারচুপি, খেয়ানত। এমন বিষয় বাজারে বেড়েই যাচ্ছ। দিন দিন আমাদের ব্যবসার পতন হচ্ছে এবং সারা দুনিয়ায় মুসলমানরা অবনতির শিকার হচ্ছে।

আমাদের এই বিষয়টি বোঝা উচিৎ, এখনো সময় আছে- আমাদের নিজেকে সামলানো দরকার। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে কেনাবেচা সম্পর্কিত গুনাহ থেকে বাঁচার এবং পরিস্কার পরিছন্ন, কল্যাণকামী ব্যবসা পরিচালনা করার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰه জামাআত সহকারে নামাযের গুরুত্ব শেখানো, সুন্নাতের প্রশিক্ষণ এবং নেকীর দাওয়াত প্রসারের জন্য দা'ওয়াতে ইসলামী বিভিন্ন বিভাগে দ্বীনী কাজ করে যাচ্ছে। তার মধ্যে একটি বিভাগ হলো ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ বিভাগ। ব্যবসা এমন একটি সেক্টর যা প্রত্যেকটা দেশেরই মেরুদণ্ডের ভূমিকা পালন করে। অনেক দেশের রোজগার মূলত ব্যবসার উপরেই নির্ভরশীল। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনকভাবে ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্বের কারণে বর্তমানে মুসলমানদের একটি অংশ ব্যবসায় ইসলামের সুন্দর নিয়ম কানুন অনুসরণ করা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। সুতরাং, আশিকানে রাসূলের দ্বীনী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে এই বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে * যার কাজ হলো ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্টদের ব্যবসা সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন করা। এই খাত সংশ্লিষ্ট মন্দ দিকগুলো পরিহার করে পবিত্র জীবন অতিবাহিত করার মানসিকতা সৃষ্টি করা। * নেকীর দাওয়াত প্রসার করা, ব্যবসায়ীদেরকে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করে

মাদানী উদ্দেশ্য অর্জন ও বাজারে দ্বীনী পরিবেশ তৈরি করার জন্য মসজিদ বা যে কোনো উপযুক্ত স্থানে দরস ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা করা। * দরস ছাড়াও মাঝে মাঝে বিভিন্ন সময়ে ব্যবসা সম্পর্কিত কোর্স করানোর ব্যবস্থা করা। * মাদানী চ্যানেলে আহকামে তিজারত নামে একটি প্রোগ্রাম সম্প্রচারিত হয়, যাতে ব্যবসার আহকাম জানানো হয়। * বড় বড় মার্কেট, শপিংমল ইত্যাদিতে বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার ব্যবস্থা করা। যেখানে বিশেষত বয়স্ক ব্যবসায়ী, দোকানদার, বিক্রেতাদের কুরআনের ফয়যানে আলোকিত করার জন্য বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত শেখানো। * দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতি অনুরক্ত মিল/ ফ্যাক্টরি মালিকদের মাদানী কাফেলায় সফর করার মানসিকতা তৈরি করার পাশাপাশি তাদের অধীনস্থ কর্মচারীদের প্রতি মাসে মাদানী কাফেলায় সফর করার উৎসাহ প্রদান করা। * ফ্যাক্টরী/ কারখানায় মসজিদ/ ইবাদতখানার ব্যবস্থা করা যাতে আশিকানে রাসূলও নিয়মিত নামায পড়তে পারে। * ফ্যাক্টরী/ কারখানার মসজিদ/ ইবাদতখানায় রমযান মাসে তারাবীহ নামাযের ব্যবস্থা করা। * ব্যবসায়ীদের মাসিক ফয়যানে মদীনা পড়ানো ও তা বার্ষিক বুকিং দেওয়ানোর ব্যবস্থা করা। * ব্যবসায়ীদের শরঈ' নির্দেশনার জন্য দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের সাথে যোগাযোগ রাখার মানসিকতা তৈরি করা। * ব্যবসায়ীদের মার্কেট, শপিংমল ইত্যাদিতেই খণ্ডকালীন ফয়যানে নামায কোর্স করার উৎসাহ দেওয়া, যাতে নিজের কাজ এবং সুবিধা মতো সময় অনুযায়ী ফয়যানে নামায কোর্স করে নিজের নামায শুদ্ধ করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

২৪ নং নেক আমলের উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, ব্যবসার পাশাপাশি দুনিয়াবী সকল কাজ শরীয়ত মোতাবেক করার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। সাব-ইউনিট পর্যায়ের ১২ দ্বীনী কাজে অংশগ্রহণ করুন। নেক আমলের উপর আমল এবং মাদানী কাফেলায় সফর করুন। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه 'র হিকমত, তাঁর মহান চিন্তাভাবনা, ইলম ও অভিজ্ঞতার উপর উৎসর্গিত হোন। কারণ তিনি এই ফিতনা-ফাসাদের যুগে নেককার হওয়া এবং গুনাহ থেকে বাঁচার সর্বোত্তম উপায় দান করেছেন যা হলো ৭২টি নেক আমল। তাঁর প্রদত্ত '৭২ নেক আমল'র অন্যতম নেক আমল হলো- "আপনি কি আজ কমপক্ষে একটি দ্বীনী দরস (মসজিদ, দোকান, বাজার ইত্যাদি যেখানেই সুযোগ হয়) দিয়েছেন বা শুনেছেন?" **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা,** এই নেক আমলের উপর আমলের নিয়্যতে আপনার দোকান, বাজার ইত্যাদি যেখানেই সুযোগ হয় কমপক্ষে একটি দরস দেওয়া বা শোনার ব্যবস্থা করুন, এর ফলে অনেক বরকত অর্জিত হবে। اِنْ شَآءَ الله

নিয়্যত করুন, আমরা ৭২টি নেক আমলে দেওয়া দ্বীনী কাজকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করবো। এ জন্য ৭২টি নেক আমল পুস্তিকা মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করুন। তা নিজের কাছে রাখুন। প্রতিদিন সময় নির্ধারন করে ছক পূরণ করে আ স্থানীয় যিম্মাদারকে জমা দিন। اِنْ شَآءَ الله দ্বীন ও দুনিয়ার অশেষ বরকত নসীব হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হালাল রিযিক উপার্জনের মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আসুন, হালাল রিযিক উপার্জনের ব্যাপারে কিছু মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। শুরুতেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র দু'টি বাণী পর্যবেক্ষণ করুন, (১) পবিত্র উপার্জনকারীর জন্য হলো জান্নাত। **(মু'জামু কবীর, ৫/৭২, হাদীস ৪৬১৬)** (২) হালাল রিযিক অন্বেষণ করা ফরযসমূহ আদায় করার পর একটি ফরয। **(মু'জামুল কবীর, ১০/৭৪, হাদীস ৯৯৯৩)** * মালিক ও কর্মচারী উভয়ের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী ইজারার (চুক্তি) শরঈ' আহকাম শেখা ফরয, না শিখলে গুনাহগার হবে। **(হালাল পন্থায় উপার্জনের ৫০ টি মাদানী ফুল, পৃষ্ঠা ৪)** * কর্মচারী রাখার সময়, চাকরির মেয়াদ, ডিউটির সময় এবং বেতন ইত্যাদি পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করা জরুরি। **(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪)** * আপনি কর্মচারী হলে অফিসে বা দোকানে আসা যাওয়ার সময় সঠিকভাবে লিখুন। যদি মিথ্যা লেখা হয় এবং ডিউটি কম করার পরও পুরো বেতন নেওয়া হয় তবে গুনাহগার ও জাহান্নামের আযাবের হকদার হতে হবে। **(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭ পৃষ্ঠা)** * বেতন বাড়ানো বা পদোন্নতি ইত্যাদির জন্য জাল সার্টিফিকেট বানানো নাজায়িয ও গুনাহ। **(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮)**

ঘোষণা

হালাল রিযিক উপার্জনের অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়্যতী হালকায় বর্ণনা করা হবে। সুতরাং, তা জানতে তরবিয়্যতী হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফেরেশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net